তারিখ : 18 AUG 2016
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

সংবাদ

শিক্ষাবিদ যতীন সরকারের ৮১তম জন্মদিন আজ

প্রতিনিধি, নেত্রকোনা

অসাম্প্রদায়িক চেতনার মূল্যবোধের ধারক শিক্ষাবিদ যতীন সরকার পা রাখলেন ৮১ তে। গুণী এ লেখক প্রাবন্ধিকের আজ ৮১তম জন্মদিন। এ উপলক্ষে নতুন প্রজন্মকে জাগাতেই 'যতীন সরকার এর জন্মদিন উদযাপন পর্ষদ নেত্রকোনা' আয়োজন করেছে নানা অনুষ্ঠানের। পর্ষদের সদস্য সচিব মো. খায়রুল হক আরও জানান, স্থানীয় অজহর রোডের উদীচী কার্যালয়ে দিবসটি পালন উপলক্ষে বিকেল ৫টায় শুরু হবে জন্মদিন উদযাপন। তিনি দীর্ঘদিন শিক্ষাবিদ : পৃষ্ঠা : ২ ক : ২

শিক্ষাবিদ : যতীন

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

শিক্ষকতা পেশায় কর্মরত ছিলেন। ময়মনসিংহের নাসিরাবাদ কলেজে বাংলা বিভাগে শিক্ষকতা থেকে গত ২০০২ সালে অবসরে আসেন। এরপর ২০০৫ সালে তিনি নেত্রকোনায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। দুই সন্তানের মাঝে ছেলে রয়েছেন প্রবাসে। মেয়ে চাকরি আর সংসার নিয়ে ব্যস্ত। স্ত্রীর সঙ্গে নিজ বাড়ি 'বানপ্রস্থ'তে লেখক সময় কাটান বই পড়ে। সেই সঙ্গে এখনও লিখে যান অসাম্প্রদায়িক চিন্তা চেতনাকে বিকশিত করার লক্ষ্যে। তিনি রাষ্ট্রীয় সর্বোচ্চ পদক 'স্বাধীনতা পদক'-এ ভূষিত হয়েছেন-২০১০ সালে। এছাড়াও বাংলা একাডেমি পুরস্কার পান ২০০৭ সালে। এমন বিভিন্ন পদক তিনি পেয়েছেন, বিভিন্ন সময়ে। এ পর্যন্ত ৪০টির বেশি বই প্রকাশিত হয়েছে। প্রথম প্রকাশিত বই ছিল 'সাহিত্যের কাছে প্রত্যাশা'। এছাড়াও বেশ জনপ্রিয় হয়েছে লেখকের 'পাকিস্থানের জন্ম মৃত্যু দর্শন' বইটি। অন্যান্যের মধ্যে লেখকের উল্লেখযোগ্য বাঙ্গালীর সমাজতান্ত্রিক ঐতিহ্য, প্রাকৃতজনের জীবন দর্শন, বাংলাদেশের কবিগানসহ বিভিন্ন বই বেশ আলোচিত ও জনপ্রিয়তা পেয়েছে।

লেখকের সঙ্গে একান্ত আলাপচারিতায় দিবসটি উদযাপন উপলক্ষে অভিব্যক্তি প্রকাশে তিনি বলেন, প্রতিবছরই এই নেত্রকোনার বিশিষ্ট ব্যক্তিরা মিলিত হয়ে উদযাপন পর্ষদ গঠন করে আমার জন্মদিন পালন করে অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে। এতে আমি নিজে বিব্রত হই। এভাবে জন্মদিন পালন করার মতো লোক আমি নই। তবুও এটুকু বুঝি আমাকে যে ভালোবাসে, সেই ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশটা তারা আমার জন্মদিনের মধ্য দিয়ে ঘটায়। ভালোবাসা অন্ধ। সেই অন্ধত্বের পরিচয়ই তারা দেয়। এছাড়া আর কিছু না। আমি এইটুকু বলি আমার জন্মদিন অনুষ্ঠান না করে যদি তরুণ প্রজন্ম আজকে সমাজটাকে বুঝতে চেষ্টা করে, সমাজের যে দোষ ত্রুটিগুলো, সমাজের যে অবক্ষয় সেটা দূর করার জন্য যদি প্রজন্ম গ্রহণ করে এবং এর জন্য লেখাপড়া করার প্রতি যদি মনোযোগী হয়, তাহলেই আমি মনে করি আমার দেশের ভবিষ্যৎ আছে। সেইটিই নতুন প্রজন্ম করুক সর্বান্তকরণ আমি এই কামনা করি। আমি চাই আমি যা করতে পারিনি নতুন প্রজন্ম তাই করুক।